www.xtrapapers.com

AQA

AS
BENGALI

Unit 1 Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Section 1

www.xtrapapers.com

Text for use with Section 1

বিভাগ ১

পেশা ও কাজের অভিজ্ঞতা

পেশা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মা-বাবার পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করতে হয় অনেক ছেলেমেয়েকে। দেশের ৭০ শতাংশ তরুণ-তরুণীই মনে করে অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। অভিভাবকরাও চান তাঁদের সন্তানরা গতানুগতিক পেশায় থাকুক। কিন্তু অভিভাবকদের ধারণা অনেক সময় সঠিক না-ও হতে পারে। বর্তমান দুনিয়ার নিত্য-নতুন চাকরীর সুযোগসুবিধা সম্পর্কে অনেক অভিভাবকই জানেন না। এর ফলে তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন নতুন ধরনের চাকরীতে ঢোকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শত শত তরুণ-তরুণী ডিগ্রী লাভ করেও চাকরী পাচ্ছে না। এর কারণ সঠিক পরামর্শের অভাব এবং চাকরীর বাজার সম্পর্কে ধারণা না থাকা। চাকরী লাভে ব্যর্থতার কারণে এদের অনেকেই বেকারদের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে। আর্থিক সমস্যায় ভুগছে। নিজেদের জীবন গড়তে ও পরিবারের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সুষ্ঠু জীবনের প্রতি হতাশ হচ্ছে। কেউ কেউ দুশ্চিন্তায় ভুগছে। কেউ কেউ আবার অপরাধমূলক কাজেও জড়িয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের বেশ কিছু শিক্ষাবিদ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, চাকরীর জন্য কাজের অভিজ্ঞতা যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা চাকরীদাতাদের শতকরা ৭৫ ভাগই স্বীকার করেন। তাই তাঁরা মনে করেন যে জিসিএসই ও এ-লেভেল পরীক্ষার পর বসে না থেকে শিক্ষার্থীরা যে-কোনো কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। শুধু তাই নয়, কাজের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীরা চাকরীদাতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রশিক্ষকের সাহায্যে হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারবে। পেশা ও কাজের প্রতি ওরা আরও দায়িত্বশীল হবে। কাজের জগৎ সম্পর্কেও ওদের ভালো ধারণা হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা নিজ-নিজ পেশা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সঠিক পরামর্শ লাভেও সক্ষম হবে।

ইদানীং পেশা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য কিছু শিক্ষার্থীদের এক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে যে, ইংল্যান্ডের প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ চাকরীর বাজার সম্পর্কে ধারণা রাখে। তবে এসব শিক্ষাথীর্দের অধিকাংশই কাজের জগতে কিছু পরিবর্তন চায়। যেমন: চাকরীদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভালো সুযোগ, বিশেষ চাকরী পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ, চাকরীর জায়গাগুলো ঘুরে দেখা ও জানা এবং কাজের অভিজ্ঞতার সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, চাকরীর বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পেতেও আগ্রহী এসব শিক্ষার্থী। তবে এই সমস্যার সমাধান কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, চাকরীদাতা সবাই মিলে একসঙ্গে এ নিয়ে কাজ করতে হবে।

Copyright information

For confidentiality purposes, from the November 2015 examination series, acknowledgements of third party copyright material will be published in a separate booklet rather than including them on the examination paper or support materials. This booklet is published after each examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk after the live examination series.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team, AQA, Stag Hill House, Guildford, GU2 7XJ.

Copyright © 2016 AQA and its licensors. All rights reserved.